63

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 29 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# ডঃ মাহবুবের রিট খারিজ ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ

(সুপ্রিমকোর্ট বিশেষ প্রতিবেদক)

হাইকোর্ট গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এ এইচ এম মাহবুবুল আলমের দায়ের করা রিট মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিপূরণমূলক খরচ হিসেবে ৫০০০/- টাকা পরিশোধের জন্য ডঃ মাহবুবকে নির্দেশদিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এ, এইচ, এম মাহবুবুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সাল থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রয়, কম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে নম্বর বৃদ্ধি, অর্থের বিনিময়ে খালি খাতায় বাসায় বসে উত্তর লেখানো, পরীক্ষার খাতা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যদের দিয়ে দেখানো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির কাছে প্রাথমিকভাবে এসব অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রফেসর মাহবুবের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ট্রাইবুনাল গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। অধ্যাপক মাহবুব এই বিচার অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলাটি করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং এ, কে, বদরুল হক সমন্বয়ে গঠিত রিট বিষয়ক বেঞ্চ প্রফেসর মাহবুব কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলার উপর শুনানি গ্রহণ করে গত ২৭শে জুলাই এ রায় দেন। মামলার বিবরণে জানা যায় অধ্যাপক মাহবুবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট ব্যারিষ্টার মাইনুল হোসেনকে আহ্বায়ক করে বাসস'র তৎকালীন সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী; ঢাঃ বিঃ মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মনিরুল হক, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং ঢাঃ বিঃ এর রেজিস্ট্রারকে নিয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে।

কমিটি ১৪টি সভায় মিলিত হয় এবং ঢাঃ বিঃ-এর শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীসহ ৩৯ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং সাক্ষাৎকারদানকারীরা কমিটির কাছে স্বীকার করেন যে অধ্যাপক মাহবুব আলম বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধির নামে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ এবং পরীক্ষার খাতা পরিবর্তন করেন। কমিটির কাছে ৪ জন ছাত্র স্বীকার করে যে, তারা পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধির জন্য প্রফেসর মাহবুবকে সরাসরি টাকা দিয়েছে। এর প্রতিদানে তিনি এ ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষার খাতা বদলিয়ে সাদা খাতায় উত্তর লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পরীক্ষার উত্তরপত্র তার বাসায় বসে লিখেছে এবং ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষের নিকট ধরা পড়ায় ১১ জন ছাত্রের ফলাফল স্থগিত করা হয়।

অনুসন্ধান কমিটি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এক দীর্ঘ রিপোর্ট গত ২৬-১১-৯৫ তারিখে পেশ করেন। রিপোর্টে উল্লেখ করে যে 'অধ্যাপক মাহবুবুল আলম টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো ও ছাত্রাছাত্রীদেরকে তার বাসায় বসিয়ে খাতায় উত্তর লিখতে সাহায্য করার মত অপরাধের সাথে জড়িত আছেন। তার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ সত্য বলে কমিটি মনে করে। তাই তার বিরুদ্ধে আইনগত পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।' উল্লিখিত কমিটির রিপোর্টে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ব্যতিত অন্য ৫ জন সদস্য আহ্বায়ক ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সহ সই করেন।

অধ্যাপক মাহবুব আলম উল্লিখিত অভিযোগগুলোর লিখিত জবাব কমিটির কাছে দাখিল করে এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে উল্লেখ করেন।

ঢাঃ বিঃ-এর নিয়মনীতি অনুযায়ী এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে এ সবের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের বিধান অনুযায়ী ট্রাইবুনাল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে প্রফেসর মাহবুব আলম অনুসন্ধান কমিটির এবং ২য় অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলাটি দায়ের করেন। রিট মামলায় ঢাঃ বিঃ-এর ভাইস চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি ঢাঃ বিঃ-এর রেজিস্ট্রার, অনুসন্ধান কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন এবং ঢাঃ বিঃ-এর অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ করা হয়। রিট মামলাটিতে রুল জারি কালে অনুসন্ধান কমিটির ১ম কার্যাবলী এবং ২য় অনুসন্ধান কার্যক্রম ট্রাইবুনাল গঠন করে অভিযোগের বিষয়ে প্রার্থীকে দোষী অথবা নির্দোষ সাব্যস্ত করা) আদালত স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। রিট মামলাটি হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ হয়ে যাওয়ায় প্রফেসর মাহবুব আলম আপিল বিভাগে আপিল দায়ের না করলে অনুসন্ধান কমিটির ২য় কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ অপসারিত হওয়া তার কৃতকার্যের উপর বিচার অনুষ্ঠানের জন্য ঢাঃ বিঃ-এর নিয়ম অনুযায়ী ট্রাইবুনাল গঠন করার আইনগত বাধা দূরিভূত হয়েছে।

রিট আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন বিএনপি নেতা সিনিয়র এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। রিট মামলাটি দায়ের করেছিলেন এডভোকেট আবদুর রব চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রিট মামলার বক্তব্য রাখেন ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট এ কে এম সাইফুল ইসলাম তারেক।